দামুড়হুদা মুক্তারপুরে এমপির তহবিল থেকে ঈদ সামগ্রী বিতরণ

দামুড়হুদা মুক্তারপুরে চুয়াডাঙ্গা ১ আসনের এমপি সাবেক হুইপ বীরমুক্তিযোদ্ধা সোলাইমান হক জোয়ার্দার (সেলুন) এর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে দুঃস্হদের মাঝে ঈদসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল ৪ টায় দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের মোক্তারপুর ৮ নং ওয়ার্ডে অসহায় দুঃস্থদের মাঝে এসব ঈদসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

ঈদসামগ্রী বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক ছাত্র নেতা ও উপজেলা যুবলীগ নেতা শেখ হাফিজুর শামসের। বিশেষ অতিথি ছিলেন মোক্তারপুর গ্রামের প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা আঃ মান্নান, বীর মুক্তিযোদ্ধা আনছার আলী, সাবেক ছাত্র নেতা ও সাংবাদিক শেখ হাতেম, আওয়ামী লীগ নেতা জিবরাঈল হোসেনসহ স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

এসময় জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও সাবেক হুইপ জননেতা সোলাইমান হক জোয়ার্দার সেলুন এমপি মহোদয় এর পক্ষ থেকে সদর ইউনিয়নের মোক্তারপুর গ্রামের অসহায় দুঃস্থ মানুষের জন্য ৫০০ পেকেট ঈদসামগ্রী উপহার প্রদান করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শেখ হাফিজুর শামসের বলেন- বর্তমান উন্নয়নমুখী সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সাধারণ খেঁটে খাওয়া মানুষ যাতে আনন্দ চিত্তে পবিত্র ঈদুল ফিতর পালন করতে পারে সে জন্য তিনি আন্তরিক এবং দলীয় নেতাকর্মীদের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তারই ধারাবাহিকতায় জননেতা সেলুন জোয়ার্দার এমপি মহোদয় নিজস্ব তহবিল হতে এ সামান্য ঈদ উপহার দিয়েছেন আপনারা তা সাদরে গ্রহণ করুন এবং বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ দামুড়হুদা উপজেলা শাখার পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই পবিত্র ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা।

চুয়াডাঙ্গা ২ আসনে যিনিই নৌকার মাঝি হবেন আমরা ঐক্য বদ্ধ ভাবে তিনাকে (নৌকাকে) বিজয় করবো ইন্নশাল্লাহ্। ঈদসামগ্রী বিতরণী অনুষ্ঠানে সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন যুবলীগ নেতা মোঃ মিনারুল ইসলাম।

চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে শিশুদের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে অসহায় ছিন্নমূল এতিম শিশুদের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ করা হয়েছে।

গতকার বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে চারটার সময় চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে, সমাজের ছিন্নমূল শিশুদের মাঝে চুয়াডাঙ্গা পৌর ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সদস্য গাজী ইমদাদুল হক সজলের সার্বিক সহযোগিতার ঈদ উপহার বিতরন করা হয়।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগ নেতা রাকিবুল হাসান নিপ্পন, ইমরান আহাম্মেদ, আরফিন সজিব, পাপন আহামেদ সবুজ, আদিব জোয়াদ্দার, ফারহান রাব্বি,আব্দুস সালেকিন,তানজিল তন্ময়, সাহেদ,আহাদ, সাব্বির, রাইসুল, আশিক,সাওন, ঈমন, অনিক, রোমেল, আল-মামুন প্রমুখ।

দামুড়হুদা স্পের্টিং ক্লাবের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা স্পোটিং ক্লাবের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৫টার সময় দামুড়হুদা রুপকথা কফি হাউজে এই ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা জেলা ডিএফএ এর সভাপতি ইখলাছ উদ্দিন সুজন এর সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শাহাজান আলী, কোচ ম্যানেজার শহীদ আজম সদু। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি আরিফুল ইসলাম মিলন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শেখ হাতেম, সাংগঠনিক সম্পাদক রকিবুল হাসান তোতা, সহসাংগঠনিক সম্পাদক রাজু আহাম্মেদ সন্জু। দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি এম নুরুন্নবী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, জেলার সাবেক কৃতি খেলোয়াড় ও দামুড়হুদা স্পোর্টিং ক্লাবের সদস্য জাকির হোসেন, আশাদুল হক, ইমরান, আশাদুল হক আশা, আরশাদ, মিঠু, সাবেক খেলোয়াড় আ: ওয়াহেদ, সুমনসহ ক্লাবের সদস্য বৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন। ইফতার মাহফিলে দোয়ার অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ক্লাবের সদস্য ইখতিয়ার উদ্দিন।

ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠানে দামুড়হুদা স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি ইখলাছ উদ্দিন সুজন বলেন, পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবে এবারের ঈদ হয়ে উঠুক আরও প্রাণোচ্ছল ও উপভোগ্য। এসময় তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলাবাসীকে পবিত্র ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা জানায়, ঈদ মোবারক।

দামুড়হুদায় আশ্রয়ন প্রকল্পের ঘর গ্রহীতাদের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের দর্শনা রেলগেইট আশ্রয়ন-২ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গৃহের বরাদ্দ গ্রহীতাদের মাঝে চুয়াডাঙ্গা ০২ আসনের সাংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর এর উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার ঈদ উপহার হিসেবে ১৩৮ টি পরিবারের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল বেলা ১১টার সময় হাউলী ইউনিয়নের দর্শনা রেলগেইট আশ্রয়নে প্রতিটি পরিবারের মাঝে ঈদ উপহার সামগ্রী ৫ কেজি চাল, ১ কেজি ডাল,

১ লিটার সয়াবিন তেল, ২ কেজি আলু, ১ কেজি পেঁয়াজ, ১ কেজি চিনি, ১ প্যাকেট সেমাই, ১ পিচ লুঙ্গি ও ১ পিচ শাড়ি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে নিজ হাতে বিতরণ করেন চুয়াডাঙ্গা ০২ আসনের সাংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর।

এসময় তিনি বলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এদেশের সব শ্রেণির মানুষদের নিয়ে ভাবেন। যাদের কোন সহায় সম্বল নেই, জায়গা জমি নেই, ভিটে মাটি কিছু নেই তাদেরকে জমি দিয়েছেন ঘর দিয়েছেন। তাদের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন। এখন এই দামুড়হুদা উপজেলায় কোন গৃহহীন নেই। এসব শুধু জননেত্রী শেখ হাসিনা’র সরকারের আমলেই সম্ভব।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইউএনও রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস, জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, দর্শনা পৌরসভার নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান আতিয়ার রহমান হাবু, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবির ইউসুফ, ইউপি সদস্য রিকাত আলী প্রমূখ।

আলমডাঙ্গায় গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে গাঁজাসহ ঝিনাইদহ আদর্শপাড়ার মাদক ব্যবসায়ী আব্দুর রাজ্জাককে আটক করেছে। আজ বুধবার বেলা দুপুরে পৌর এলাকার হাজী মোড় থেকে তাকে ৪শ গ্রাম গাঁজাসহ আটক করা হয়।

জানাগেছে, ঝিনাইদাহ আদর্শপাড়ার আনসার মন্ডলের ছেলে আব্দুর রাজ্জাক (৪১) দীর্ঘদিন ধরে গাঁজা ব্যবসা করে। সে ঝিনাইদাহসহ আশপাশ উপজেলায় গাঁজা পাইকারি বিক্রয় করে বেড়ায়। আজ বুধবার দুপুরে

আলমডাঙ্গা থানার এসআই ইউসুফ আলী, এএসআই জিয়াউর রহমান ও এএসআই রওশন আলী সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে মাদক বিরোধী অভিযান চালায়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে মাদক ব্যবসায়ী আব্দুর রাজ্জাক পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

পুলিশ কৌশলে তাকে আটক করে। আটকের পর তাকে তল্লাশি করে ৪শ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে। এবিষয়ে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলার শ্রেষ্ঠ ক্যাম্প ইনচার্জ নির্বাচিত এস আই ইমরান হোসেন

কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের এস আই ইমরান হোসেন জেলার শ্রেষ্ঠ ক্যাম্প ইনচার্জ নির্বাচিত হয়েছেন।

জানা গেছে আজ বুধবার চুয়াডাঙ্গা দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের এস আই ইমরান হোসেন জেলার শ্রেষ্ঠ ক্যাম্প ইনচার্জ নির্বাচিত হওয়ায় চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আব্দুলাহ আল মামুন মহোদয় আনুষ্ঠানিক ভাবে তার হাতে ক্রেস্ট ও সম্মাননা তুলে দেন। তার এই সাফল্যতায় গর্বিত কার্পাসডাঙ্গা এলাকাবাসী।

চুয়াডাঙ্গার ভিজে স্কুলের ৯৬ ব্যাচের পক্ষ থেকে খাদ্য

সামগ্রী বিতরণ

ব্যতিক্রম আয়োজনের মধ্য দিয়ে চুয়াডাঙ্গার ভিজে স্কুলের এসএসসি ৯৬ ব্যাচের পরিচালিত ” ক্লাব ৯৬” এর পক্ষ থেকে আসন্ন ঈদুল ফিতরের আনন্দ ভাগাভাগি করার প্রয়াসে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও দু:স্থদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার ১৯ এপ্রিল বিকাল ৩ টায় চুয়াডাঙ্গার ভিজে এসএসসি ৯৬ ব্যাচের আয়োজনে চুয়াডাঙ্গা স্টেশন রোডস্থ ক্লাব ৯৬ কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিক আয়োজনের মাধ্যমে চুয়াডাঙ্গার প্রায় তিন শতাধিক নারী
- পুরুষের মাঝে এ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

৯৬ ব্যাচের ডা. রাকিবুল হাসান শাওন বলেন, ‘মানুষের জন্য কিছু করার ইচ্ছা প্রতিটা মানুষেরই থাকে, কিন্তু একা করাটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। সম্মিলিত চেষ্টায় কিছু একটা হয়ে ওঠে। অবশ্য তার জন্যও দরকার পড়ে কিছু দায়িত্ব শীল মানুষের। কর্ম ব্যাস্ততা আর দুরত্বের কারনে ইচ্ছে থাকা সত্বেও নিজ এলাকার মানুষের জন্য কিছু করাটা দুরহ । সেই দায়িত্ব নিজেদের কাধে নিয়ে আমাদের কিছু বন্ধু সব সময় অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে যায়, আর আমরা শুধু বন্ধু হিসেবে তাদের এই মহত কাজের ক্ষুদ্র অংশ হতে পারি।’

ক্লাব-৯৬ এর মুখপাত্র নাহিদ হাসান খান বলেন, ‘একটি পরিবারের ঈদ উপলক্ষে যা যা প্রয়োজন তার প্রায় অধিকাংশই উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে দেওয়া খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ছিল ৫ কেজি চাল, ১ কেজি করে তেল,চিনি, লবন, পেয়াজ, পোলাও চাল ও সেমাই এবং ২ কেজি আলু ও ১ টি করে তাজা মুরগী।’

এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য চুয়াডাঙ্গার এই এসএসসি ৯৬ ব্যাচটি “আমাদের আবেগ আছে, অনুভূতি আছে,আছে বন্ধুত্বের শক্ত মেলবন্ধন” এই স্লোগান নিয়ে বিগত প্রায় ২০ বছর যাবৎ ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প, চক্ষু শিবির, শীতবস্ত্র ও কম্বল বিতরণ এবং দরিদ্রদের সাবলম্বী করা সহ নিঃস্বার্থ ভাবে চুয়াডাঙ্গা জেলায় নানা সমাজসেবা মূলক কার্যক্রম করে আসছে।

দামুড়হুদা কাদিপুরে দুর্বৃত্তদের হাতে মাদক ব্যাবসায়ী কিতাব খুন

দামুড়হুদায় গলাকেটে ও কুপিয়ে নৃশংস ভাবে কিতাব উদ্দিন নামের একজন মাদক ব্যাবসায়ীকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার কাদিপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশের মাঠে নিহতের লাশ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দিলে ঘটনাস্থলে এসে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে ময়না তদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে নিহতের লাশ পাঠানো হয়।

নিহত ব্যক্তি হলেন দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের কাদিপুর গ্রামের স্কুল পাড়ার মসলেম উদ্দিন এর জামাই (ঘরজামাই) এবং জীবননগর উপজেলার নারায়ণপুর গ্রামের মৃত আবুল হোসেন এর ছেলে কিতাব উদ্দিন (৪৫)। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি সাইফুল ইসলাম।

স্থানীয় ও পারিবারিক সুত্রে জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলার কাদিপুর গ্রামের স্কুল পাড়ার মসলেম উদ্দিন এর মেয়ে রাবেয়া খাতুন (৩৯) এর সাথে প্রায় ২৪ বছর পূর্বে বিয়ে হয় কিতাব উদ্দিনের, এবং সেই থেকেই তিনি ঘরজামাই থাকতো কাদিপুর গ্রামে। তিনি দীর্ঘদিন মাদক (গাঁজা) ব্যাসার সাথে জড়িত ছিল। সংসারে তার দুই কন্যা ও এক পুত্র সন্তান রয়েছে। ইতিমধ্যে মেয়ে দুইটার বিয়ে দিয়েছে। বড় মেয়ে মিতা খাতুন (১৮), মেজো মেয়ে অন্তরা খাতুন (১৬) এবং ছোট ছেলের নাম অনিক হোসেন (৯)।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ৮টার দিকে নিহত কিতাব উদ্দিন পাখিভ্যান চালিয়ে বাড়ি আসে। রাত ৯টার দিকে একটি ফোন পেয়ে নিজবাড়ি হইতে চা খাওয়ার জন্য দোকানের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়। এরপরে কাদিপুর গ্রামের সাহাদত এর চা’য়ের দোকানে তাকে দেখাযায়। তারপর রাতে আর তিনি বাড়ি ফেরত যাইনি। বাড়ির সদস্যরা মনে করেছেন পবিত্র শবেকদরের রাতে হয়তো নামাজ পরছে।

আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে কাদিপুর গোরস্থান পাড়ার মৃত মেহের আলীর ছেলে জেহের আলী ধান ক্ষেতে পানি দেওয়ার জন্য জমিতে যাওয়ার সময় কাদিপুর গ্রামের মৃত সোবাহান মণ্ডল এর ছেলে ইসহাক মন্ডল এর জমির উপর মৃতদেহ দেখতে পায়। প্রথমে তিনি ফায়ার সার্ভিসে সংবাদ দেন, দ্রুত সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি সাইফুল ইসলাম ঘটনা স্থল পরিদর্শন করেন। সংবাদ পেয়ে চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু তারেক ও দামুড়হুদা সার্কেলের এএসপি জাকিয়া সুলতানা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। জেলা গোয়েন্দা সংস্থা, র্যাব সিআইডি ও পিবিআই এর টিম ঘটনা স্থলে এসে পরিদর্শন করেন এবং বিভিন্ন আলামত সংগ্রহ করেন।

স্থানীয় গ্রামবাসীরা বলেন নিহত এবং তার পরিবারের লোকজন দীর্ঘদিন ধরে মাদক (গাঁজা) ব্যবসায়ের সাথে জড়িত। নিহত এবং তার স্ত্রীর নামে মাদক মামলা রয়েছে। ঘটনা স্থলের পাশে মাদক (গাঁজা) সেবনের সরঞ্জামাদি রয়েছে। নিহতের গলায় এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো কিছু দিয়ে আঘাত করে ক্ষত বিক্ষত করা হয়েছে। হয়তো গাঁজার সাথে জড়িত বা মাদকের কোন লেনদেন ছিল এমন কেউ তাকে পরিকল্পিত ভাবে হত্যা করতে পারে। তবে দেখে মনে হচ্ছে এটা এক জনের কাজনা। এর সাথে কয়েকজন জড়িত থাকতে পারে বলে স্থানীয় গ্রামবাসীর ধারণা।

নিহতের স্ত্রী রাবেয়া খাতুন বলেন আমাদের প্রায় ২৪ বছর পূর্বে বিয়ে হয়েছে। সেই থেকেই তিনি ঘরজামাই হিসাবে এখানে কাদিপুরে থাকে। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে সে পাখিভ্যান চালিয়ে বাড়ি আসে। বাড়ি আসার কিছুক্ষণ পরে তার মোবাইলে একটা ফোন আসে। তখন সে বলে আমি একটু চা খেয়ে আসছি। এই বলে সে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। সারারাত আর বাড়ি ফেরেনি। আমি ভেবেছিলাম পবিত্র শবে কদরের রাতে হয়তো নামাজ পড়ছে। সকালে জানতে পারলাম তাকে খুন করা হয়েছে। কারো সাথে কোন শত্রুতা ছিলো কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন তেমন কারো সাথে কোন শত্রুতা ছিল না।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি সাইফুল ইসলাম জানান, মাদক সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে হত্যাকান্ড হতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। নিহত কিতাব আলীর নামে একাধিক মাদক মামলা রয়েছে। এঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে আটক করা হয়নি।

এবিষয়ে চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো: আবু তারেক বলেন, এটা একটা হত্যাকান্ড। পরিকল্পিত ভাবে নিহতকে হত্যা করা হয়েছে মর্মে প্রাথমিক ভাবে ধারণা করা হচ্ছে। তদন্ত চলছে, নিহতের লাশ

পোস্ট মর্টামের জন্য পাঠানো হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় গাছেই শুকিয়ে ঝরে পড়ছে পানের পাতা, লোকসানের শঙ্কায় কৃষক

তিব্র রোদ ও অনাবৃষ্টির কারণে বিপাকে পড়েছে আলমডাঙ্গা উপজেলার পান চাষিরা। পানি সংকটে শুকিয়ে যাচ্ছে আবাদি ফসলের জমি। গাছেই শুকিয়ে ঝরে পড়ছে পানের পাতা । এতে লোকসানের আশঙ্কা করছে স্থানীয় কৃষকেরা।

স্থানীয়রা বলছেন, চলতি গ্রীষ্ম মৌসুমে জেলার উপর দিয়ে টানা ১৭ দিনের মত তিব্র তাপদহ চলমান রয়েছে। গত বছর বৃষ্টির পানি না হওয়ায় এবছর দ্রূত পুকুর ও খাল-বিলের পানি শুকিয়ে যাচ্ছে। এতে সেচ পাম্পেও পানি উঠছে না। পান বরজ সহ বিভিন্ন ফসলের খেতে সেচ দেওয়া যাচ্ছে না। এছাড়াও কিছু অঞ্চলে বসতবাড়িতে সুপেয় পানির সংকটও দেখা মিলেছে। এভাবে চলতে থাকলে হাজারো কৃষককে পথে বসতে হবে।

জেহালা ইউনিয়নের শ্রী বাবু কুমার বলেন, গরমে ভূগর্ভস্থ পানি নিচে নেমে গেছে। সেচ পাম্পেও পানি পাওয়া যাচ্ছে না।

বাড়াদি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য সারোয়ার হোসেন জানান, মাথাভাঙ্গা নদীর পানি নাব্যতা কমেছে। অনেক এলাকায় চর জমে পানি প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেছে। নদীর পাশের বাড়িগুলোতে নলকূপে পানি সংকট দেখা দিয়েছে।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সোহেল রানা জানান, দাবদহের কারণে অনেক এলাকায় পানি সংকট দেখা দিয়েছে। প্রতিদিন সেচ দিয়েও গাছ স্বাভাবিক আনার চেস্টা করছে কৃষকেরা। আমরাও নিয়মিত পানে পানি দেবার জন্য কৃষকদের অবগতি জানানো হচ্ছে।

উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সি.সি.টি আনিসুজ্জামান বলেন,- গভীর নলকূপ প্রকল্প চলমান রয়েছে। কোন অঞ্চলে পানি সংকট দেখা দিলে দ্রূতই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দর্শনা সীমান্তে সাড়ে ৩ শ গ্রাম হিরোইন ও ৫টি সোনার বারসহ একজন আটক

দর্শনা সীমান্তে বিজিবির পৃথক দুটি চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেছে। এ অভিযানে সাড়ে ৩শ গ্রাম হিরোইন ও ৫টি বার সহ আটক করেছে ১ চোরাকারবারীকে। গতকাল সোমবার সকালে দর্শনা হল্ট স্টেশনে খুলনাগামী রকেট মেইলে অভিযান চালিয়ে পরিত্যাক্ত অবস্থায় সাড়ে ৩শ গ্রাম হিরোইন ও দর্শনা রেলওয়ে স্টেশনের পূর্বপাশ হতে ৫টি স্বর্ণের বার সহ সেলিম (৩৩) নামের এক চোরাকারবরীকে আটক করেছে।

এ দুটি চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন ঝিনাইদহের মহেশপুর-৫৮ বিজিবি ও চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন জোয়ানেরা।

বিজিবি জানায়, চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের লেঃ কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান, পিএসসি স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সাংবাদিকদের জানায়, চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার অন্তর্গত দর্শনা রেল ষ্টেশন হয়ে পার্বতীপুর হতে খুলনা অভিমূখী ছেড়ে আসা রকেট মেইল ট্রেন ভারতীয় হিরোইন পাচার করা হবে মর্মে প্রাপ্ত বিশেষ তথ্যের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান, পিএসসি এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় দর্শনা বিওপি কমান্ডার সুবেদার মোঃ নওশের আলী সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে সীমান্ত পিলার ৭৭/২-এস হতে আনুমানিক ৩.৫ কিঃ মিঃ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে দর্শনা রেল ষ্টেশনে আনুমানিক বেলা ১টা ১০ মিনিটের দিকে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে। অভিযান পরিচালনা কালে টহলদল পার্বতীপুর হতে খুলনা অভিমূখী ছেড়ে আসা রকেট মেইল ট্রেনের তৃতীয় বগির ভিতর ক্যরিয়ারের উপর একটি পলিথিনের ব্যাগ দেখতে পায়। টহলদল উক্ত ব্যাগের মালিকানা না পাওয়ায় পলিথিনের ব্যাগটি জব্দ করে এবং পরবর্তীতে টহলদল জব্দকৃত পলিথিনের ব্যাগটি খুললে ব্যাগের ভিতর ১টি পলিথিনের ছোট প্যাকেট হতে ৩৫০ গ্রাম ভারতীয় হিরোইন উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। এ ব্যাপারে

সুবেদার মোঃ নওশের আলী বাদী হয়ে পরবর্তী আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

অপরদিকে ঝিনাইদহ-৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়কের পক্ষে সহকারী পরিচালকমোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সাংবাদিকদের জানায়, ঝিনাইদহ মহেশপুর-৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেঃ কর্নেল মাসুদ পারভেজ রানা, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, জিপ্লাস নিজস্ব গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারেন একজন ব্যক্তি ভ্যানযোগে দর্শনা রেলষ্টেশন এলাকা হতে স্বর্ণ পাচারের উদ্দেশ্যে দর্শনা-মুজিবনগর রোড হয়ে সীমান্তের দিকে গমন করবে।

অতঃপর অধিনায়কের নেতৃত্বে ব্যাটালিয়ন সদরের একটি বিশেষ টহল দল দর্শনা রেলষ্টেশন এলাকায় এ্যাম্বুশ স্থাপন করে বসে থাকে। আনুমানিক সকাল ৯ টার দিকে উক্ত ব্যক্তি দর্শনা রেলষ্টেশন অতিক্রম করে দর্শনা-মুজিবনগর রোড হয়ে সীমান্তের দিকে যেতে থাকার সময় এ্যাম্বুশ দল দর্শনা রেল স্টেশনের ৫০ গজ পূর্ব পাশে দর্শনা- মুজিবনগর রাস্তার উপর হতে সেলিম (৩৩) নামের এক ব্যাক্তিকে আটক করে।

পরে আটককৃত ব্যাক্তির পরিহিত প্যান্টের কোমরের ভিতরের দিকে বিশেষভাবে তৈরীকৃত পকেটের মধ্যে লুকায়িত স্থান হতে ৫টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয়। আটককৃত ব্যাক্তির নিকট হতে উদ্ধার হওয়া ৫টি স্বর্ণের ওজন ৫৮৩.২০ গ্রাম। এসময় তার নিকট হতে জব্দ করা হয়েছে ১টি মোবাইল ফোন। আটককৃত ব্যাক্তির নিকট হতে উদ্ধার হওয়া স্বর্ণের আনুমানিক মূল্য ৪৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। আটককৃত ব্যাক্তি সেলিম (৩৩) কুমিল্লা জেলার হোমনা থানাধীন নিলুখী গ্রামের রওশন আলীর ছেলে।

বিজিবি আরও জানায়, উদ্ধার স্বর্ণের বার শুল্ক কর ফাকি দিয়ে ভারতে পাচারের জন্য পরিবহন করা ও নিজ জিম্মায় রাখায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। আটককৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের এবং স্বর্ণের বার চুয়াডাংগা ট্রেজারী অফিসে জমা দেয়ার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।